তারিখ 26 AUG 2016
পৃষ্ঠা 24 কলাম 6

যুগান্তর

২৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বাস মাত্র ১৪টি

হুমায়ুন কবির, *জবি*

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৩ হাজার শিক্ষার্থীর যাতায়াতের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১৪টি বাস। যেগুলোতে মাত্র সাত শতাংশ শিক্ষার্থী যাতায়াতের সুযোগ পায়। বাকি ৯৩ শতাংশকে প্রতিদিন পাবলিক বাসে যাতায়াত করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় তীব্র পরিবহন সংকটের মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্যাম্পাসে যাতায়াত করতে হয় এসব শিক্ষার্থীকে। এক্ষেত্রে তাদের প্রায়ই নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলোতে 'বাস কমিটির সদস্য'দের জন্য সংরক্ষিত আসন শিক্ষার্থীদের জন্য অনেকটা বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো। এদিকে বিকল হয়ে পড়ে থাকা বাসগুলো সংস্কারেও কোনো ধরনের তৎপরতা নেই প্রশাসনের। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পরিবহন সংকট জ্যামিতিক হারে বেড়েই চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ১৪টি রুটে শিক্ষার্থীদের জন্য ১২টি দোতলা বাস ও দুটি একতলা বাস চলাচল করছে। এর মধ্যে দুটি বাস নিজস্ব, বাকি ১২টি বাস ভাড়ায় চালিত। প্রতিটি দোতলা বাসের ধারণক্ষমতা ১০০ জন। সবমিলিয়ে ১৪টি বাসের ধারণক্ষমতা ৩ হাজার। কিন্তু চলাচল করে ২-৩ গুণ বেশি শিক্ষার্থী। আর বাকি হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জন্য কোনো পরিবহন ব্যবস্থা নেই।

সরেজমিন দেখা যায়, দোতলা বাসগুলোর নিচতলায় মেয়েদের বসার কথা থাকলেও বাস কমিটির নামে কিছু শিক্ষার্থী এসব সিট দখল করে বসে থাকে। এতে করে মেয়েদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন বসার সুযোগ পেলেও বাকিদের দাঁড়িয়ে যাতায়াত করতে হয়।

তাহমিদা হক নিপা নামে এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, আমার রুটের বাসটি রাজধানীর বাসাবো হয়ে খিলগাঁও স্টপেজে আসার আগে পূর্ণ হয়ে যায়। ধাক্কাধাক্কি করে উঠতে পারলে ভালো, না হয় পাবলিক বাসে

■ পৃষ্ঠা ২৩ : কলাম ১

২৩ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বাস মাত্র

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

করে ক্যাম্পাসে আসি। বিআরটিসির বাসগুলো অনেক পুরনো হওয়ায় বাসের সিটগুলো লক্কড়ঝক্কড় হয়ে আছে। আমরা আরও বাস চাই।

অভিষেক নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, আমি রাজধানীর বনশ্রী থেকে ক্যাম্পাসে যাই। এমনিতেই ওঠার কোনো সুযোগ থাকে না। আর বাস কমিটি নাম ভাঙিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী মেয়েদের সিট দখল করে রাখে। আবার তারা বাসের মধ্যেই সিগারেট খায়। এক বড় ভাই পুরো বাস নিজের আধিপত্য বিস্তার করে সব সিট দখল করে রাখে। যাওয়ার সময়ও একই হাল। তাছাড়া প্রতিটি রুটে একবার মাত্র ট্রিপ দেয়ায় সকালে ক্লাস শেষ হলে বাস ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

ঝুঁকি নিয়ে চলতে গিয়ে গত বছরের ২৪ নভেম্বর সাভার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সময় বাস থেকে পড়ে গিয়ে এক শিক্ষার্থী মারা যান। অন্যদিকে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের আতিকুর রহমান পাবলিক বাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পথে বাস দুর্ঘটনায় নিহত হন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব গাড়ি বিকল হয়ে আছে সেগুলো সংস্কারের জন্যও কোনো ধরনের তৎপরতা নেই প্রশাসনের। অথচ প্রতি সেমিস্টারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে যাতায়াত বাবদ দু'শ টাকা করে নেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক সেলিম ভূঁইয়া যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীদের পরিবহন সংকটের বিষয়টি আমরা জানি। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আমরা চেষ্টা করছি সমস্যা সমাধানের। এ বছর বাসের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, কোনো কিছু চাইলেই তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা যায় না। আমরা চেষ্টা করব, আশা করি সমাধান হবে।